নয়নলিপি

নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের
একটি দ্বিমাসিক সংবাদ-সংকলন

ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল মাসের সারসংক্ষেপ

নতুন বছর মানেই একটা আবেগ, আলাদা উন্মাদনা। আমাদের নয়নতারা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টও সাদরে বরণ করে নিয়েছে নতুন বছরকে। নিমবুনি নামের এক আদর্শ গ্রামে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে গেছি। ইনার হুইল ক্লাব অফ ক্যালকাটা মেগাসিটির দায়িত্বে গত বছরই এই পরিকল্পনাটির প্রথম পর্বের কাজ শুরু হয়েছিল। সৌরবিদ্যুতের সুবিধাযুক্ত পাঁচটি শৌচাগার, একটি গ্রামীণ পাঠকেন্দ্র এবং নিমবুনির অধিবাসীদের জন্য সাতটি তরিতরকারির বাগান করে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। এই বছরের জানুয়ারি মাস থেকে আমরা গ্রামের শিশুদেরকে এই পাঠকেন্দ্রে শিক্ষাদান শুরু করেছি।

এ বছর আমরা এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বে অগ্রসর হতে চলেছি। এই গ্রামে আমরা পাঁচটি সৌর সড়কবাতি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। ঘরে ঘরে সৌর লণ্ঠনও দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ যেমন প্রত্যন্ত গ্রামে দুর্গম বিদ্যুৎ সরবরাহের অসুবিধার অবসান ঘটাবে, ঠিক তেমনই পরিবেশবান্ধব নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করবে।

আমাদের আদর্শ গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্বে পশুপালনের মতো জীবিকার সাথে পরিচয় ঘটানো হবে। পশুপালনের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি এন এম সি টি থেকে ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি পশুপাখিও দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনার তৃতীয় পর্বে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হবে। প্রতিটি ঘরে আমরা জলাধার বসাব, যা প্রায় চব্বিশ হাজার লিটার জল সংরক্ষণ করতে পারবে। এই জলের উৎসের অপানযোগ্য জল ঘরে ঘরে সবরকম কাজে ব্যবহৃত হবে।

আমাদের আদর্শ গ্রামের এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্বে কিছু দক্ষতা বিকাশ কার্যক্রমের সাক্ষী থাকবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক করার লক্ষ্যে এন এম সি টি কাজ করে চলেছে এবং আমরা আশা করি যে গ্রামবাসীদেরকে সক্ষম করে ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেই আমাদের আদর্শ গ্রাম গঠনের লক্ষ্য পরিপূর্ণ হবে।

এই পরিকল্পনার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিযুক্ত থেকেই এন এম সি টি'র বছরের প্রথম তিন মাস কেটে গেল। ২রা ফেব্রুয়ারি পঁচিশ জন ছাত্রীর উপস্থিতিতে মেয়েদের একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। মহিলাদের অসুবিধা ও সেই ছাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা তৈরীর জন্য উন্মুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র ছিল এই ওয়ার্কশপ। তার ঠিক দু'দিন পরেই অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সকল কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। আমাদের দু'শো পঁচিশ জন ছাত্রছাত্রী এবং তিরিশ জন কর্মচারী ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে দিনটি উদযাপিত হল।

সরস্বতী পুজো মানেই যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উৎসব। ১৬ই ফেব্রুয়ারি আনন্দ সহকারে সরস্বতী পুজো উদযাপিত হল। সিনি (Cini) সংস্থার উদ্যোগে তেইশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদের জন্য একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছিল। এন এম সি টি'র দারোন্দা অফিসে সুস্থ আলোচনা, ভাষণ ও সমস্যার সমাধানের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল আরেকটা সফল দিন।

মার্চ মাস শুরুর সাথে সাথেই ৮ই মার্চ আমাদের শিক্ষাকর্মীদের জন্য সামাজ স্বাস্থ্যের ওপর একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সম্মানীয় বক্তা ড. অমিত রঞ্জন বসু এই সেমিনারটির আয়োজন করেন। এমন অনন্য একটি আয়োজনের জন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

"যে কোনও একটা ভাবনা মাথায় আনো। সেই একটা ভাবনাকেই তোমার জীবন করে ফেলো - সেটা নিয়ে ভাবো, সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখো, সেটা নিয়েই বাঁচো। সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে তোমার মস্তিষ্ক, তোমার পেশি, তোমার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে কাজে লাগাও। প্রত্যেকটা ভাবনাকে অপর ভাবনার থেকে পৃথক করে রাখো। এই পথেই সাফল্য আসবে।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

২৬শে মার্চ আরেকটি অসাধারণ কাজ করে এন এম সি টি। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার দুর্গাপুর শাখার পেনশন অ্যাসোসিয়েশন এন এম সি টি'র দুই ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব নেয়। কালিন্দী বাসকি এবং আরতি মার্দি, খয়েরডাঙা ও আমখই গ্রামের অধিবাসী দুই উপজাতি মেধাবী ছাত্রী। বর্তমানে এদের দু'জনকেই দুর্গাপুরের স্বামী বিবেকানন্দ বাণী প্রচার সমিতি থেকে ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি (ডি এম এল টি) কোর্সটি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এস বি আই পেনশন অ্যাসোসিয়েশনের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে মেয়েদেরকে তাদের লক্ষ্য পূরণের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিল। এই মহান উদ্যোগের জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

"সেই মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো, যাকে তুমি সাহায্য করেছ; তাকেই ঈশ্বর ভাবো। আমাদের সাথীদের সাহায্য করেই ঈশ্বরকে আরাধনা করতে পারাটা কি মহান সুযোগ নয়?"

- স্বামী বিবেকানন্দ

Nayantara Memorial Charitable Trust

নয়নতারার মানুষদের কথা

কালিন্দী বাসকি

আরতি মার্দি

এই মাসে আমরা একজন নয়, আমাদের দু'জন মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে একই সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

প্রথম জনের নাম – কালিন্দী বাসকি, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ইলামবাজার অরণ্যের খয়েরডাঙা গ্রামের মেয়ে সে। চার সন্তানের পরিবারে অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের মাঝেও তার বাবা অর্জুন বাসকি তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। এন এম সি টি'র ছাত্রী হিসেবেই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তার পড়াশোনা। তারপর সে পরিবার আবাসিক স্কুলে ভর্তি হয়। হোম সায়েন্স তথা গৃহবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে সে উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৫ শতাংশ নম্বর সহ উত্তীর্ণ হয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয় ও স্নাতকের পরে এন এম সি টি ও পরিবারের পথনির্দেশ অনুসারে সে এখন দুর্গাপুরে 'ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি' (ডি এম এল টি) কোর্সটি করছে। তার অকৃত্রিম অধ্যবসায়ে আমরা গর্বিত।

আমাদের পরবর্তী ছাত্রী – আরতি মার্দি। তার শিক্ষাজীবনের একেবারে শুরু থেকেই সে আমাদের ছাত্রী। ইলামবাজার অরণ্যের আমখই গ্রামের মেয়ে সে। সে সবসময়ই একজন সচেতন মেধাবী ছাত্রী ছিল। ভালো নম্বর পেয়ে সে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়। যদিও উচ্চমাধ্যমিকের পর আর এগোতে না পেরে এক বছরের জন্য তার লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে, তবু তখনও স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জেদটা তার মনে ছিল। এক বছর পর তার লক্ষ্য পূরণে এন এম সি টি'র পথনির্দেশে সে 'ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি' (ডি এম এল টি) কোর্সে ভর্তি হয়। আমরা আশাবাদী যে এই প্রসিদ্ধ কোর্সটি আমাদের মেয়েদেরকে এক উজ্জ্বল ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওদের এতটা পথ পাড়ি দেওয়ায় আমরা গর্বিত ও ওদের আগামীর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শুভ কামনা।

"দয়ার বশবর্তী হয়ে অন্যের ভালো করা ভালো, কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবা শ্রেয়।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

নয়নতারার ফুটে ওঠার গল্প

বাচ্চু দা'র বিয়েতে সব ভাইবোনরা একটা ঘরে একত্রিত হল। তাদের হাতে তখন বিশাল অঙ্কের চার হাজার টাকা, কিন্তু মুন্নুর কথাগুলো প্রত্যেকের মনে প্রতিধ্বনিত হতে হতে পরিবেশটাকে ভারী করে তুলল, "নয়নতারার (মিনি) মতো গর্ভবতী মহিলারা যাদের ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবার দরকার, অথচ সামর্থ্য নেই, চলো, আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই।"

ঘরে উপস্থিত ভাইবোনদের প্রিয় বোন ছিল নয়নতারা। তাদেরই সমবয়সী, তাদের খুব প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ এক বোন। কিন্তু ২০০০ সালের এক অভাবনীয় ঘটনায় তারা নয়নতারাকে হারায়। সমস্ত মেডিকেল সুবিধা ও ডাক্তারের উপস্থিতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় সে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। তীব্র পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার কারণেই এই ঘটনা বাকি ভাইবোনদেরকে ভীষণ ভাবে শোকাহত করেছিল। এত কম বয়সে এত কাছের কাউকে হারানোর যন্ত্রণা কখনওই ওদের পিছু ছাড়েনি।

নয়নতারার স্মৃতিরা তখনও তাদের মনে সতেজ ও সজীব। তাইই তার নামে ভালো কিছু করার অদম্য ইচ্ছা প্রত্যেক ভাইবোনের, বিশেষ করে চার বোনের হৃদয় স্পর্শ করল। এই চার বোন শৈশবের বেশির ভাগটা একসাথেই কাটিয়েছে, তার মধ্যে অনেকটা সময় নয়নতারার সাথে জড়িয়ে ছিল। সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর থেকেই তাদের প্রিয় বোন নয়নতারার নামে মহৎ কিছু করার ইচ্ছা তাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাদের বিবেকবোধে একটা পরিকল্পনা নাড়া দিয়েছিল।

তাই দেড় বছর পর এই আনন্দঘন সমাবেশে যখন সেই সুযোগ নিজে থেকেই এল, তখন বোনেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই লাফিয়ে উঠে প্রস্তাব রাখল, "চলো, আমরা দরিদ্রদের সাহায্য করি। যে গর্ভবতী মহিলাদের শারীরিক জটিলতার জন্য উপযুক্ত ডাক্তারি পরিষেবা দরকার, অথচ দারিদ্র্যের কারণে তা তাদের সামর্থ্যের বাইরে, তাদের দিকে আমরা আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।"

"সব শক্তিই তোমার মধ্যে আছে, সেটার ওপর বিশ্বাস রাখো, নিজেকে দুর্বল মনে কোরো না, নিজেকে অর্ধোন্মত্ত উন্মাদ মনে কোরো না, বর্তমানে যা আমরা বেশির ভাগেই করে থাকি| উঠে দাঁড়াও এবং নিজের অন্তরের দৈবত্বকে চিনতে শেখো।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

ক্রমশ.....

কৃতিত্ব :

তথ্য সংগ্রহ : তন্নিষ্ঠা চক্রবর্তী
কলমে : প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া
অলংকরণ : সায়ন্তনী মজুমদার